**কলকাতার উচ্চ আদালতে**

**সাংবিধানিক রিট এক্তিয়ার**

**আপিল বিভাগ**

**উপস্থিতঃ**

**মাননীয় বিচারপতি রবি কৃষ্ণ কাপুর**

**ডব্লিউ পি /১৫৫৯০/২০০৯**

**মিহির ব্যানার্জি**

**বনাম**

**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য**

আবেদনকারীর পক্ষে : শ্রী শ্রীকান্ত দত্ত, উকিল

সুশ্রী ঋতুপর্ণা সরকার দত্ত, উকিল

ডাবলু.বি.এম.সি -এর জন্য : শ্রী শৈবলেন্দু ভৌমিক, উকিল

শ্রী বিপ্লব গুহ, উকিল

শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্য, উকিল

শ্রী রাজশেখর বসু, উকিল

রাজ্যের পক্ষে : শ্রী তপন কুমার মুখার্জি, উকিল

শ্রীমতি মুনমুন তিওয়ারি, উকিল

উত্তরদাতা নং ৩-এর জন্য : শ্রী শুভঙ্কর নাগ, উকিল

শ্রী সোমনাথ রায়, উকিল

সংরক্ষিত : ২৭.০৭.২০২৩ -এ

**রায় : ১৮.১১.২০২৩**

**<u>বিচারক রবি কৃষ্ণ কাপুর .:-</u>**

১. আবেদনকারী যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর ২০০৮ এবং ৩১শে জুলাই ২০০৮ তারিখে প্রধান সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং ৩ নং উত্তরদাতার বিরুদ্ধে আবেদনকারীর দায়ের করা ফলস্বরূপ আবেদন খারিজ করে অবহেলা এবং আবেদনকারীর মেয়েকে যথাযথ চিকিৎসা প্রদানে ব্যর্থতার অভিযোগ করেছেন যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছে।

মামলার মূল কথা হলো, ২০০১ সালের ২২ মে, আবেদনকারীর মেয়ে প্রচণ্ড বমি এবং পেট খারাপের অভিযোগ করেন যার ফলে রোগীকে ৩ নম্বর বিবাদীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ করা হয়েছে যে, কোনও চিকিৎসা সংক্রান্ত তদন্ত ছাড়াই উত্তরদাতা নম্বর ৩-কে জোফার (৪) আইএম স্ট্যাট নামে একটি ইনজেকশন সহ ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। এরপরে, রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটে। উত্তরদাতা নম্বর ৩-কে আরও সহায়তার জন্য আবেদনকারী আবার যোগাযোগ করেছিলেন কারণ নির্ধারিত ওষুধটি রোগীর স্বাস্থ্যের অবস্থার অবনতি ঘটায়। অভিযোগ করা হয়েছে যে এই সময়ে উত্তরদাতা নম্বর ৩ রোগীর কাছে যেতে বা রোগীকে সহায়তা করার জন্য কোনও সহায়তা দিতে অস্বীকার করেছিলেন। এরপরে, রোগীকে অন্য স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যার পরামর্শে রোগীকে ঋষরার একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। হাসপাতালে পৌঁছনোর পর রোগীকে "মৃত অবস্থায় আনা হয়েছে" বলে ঘোষণা করা হয় এবং হাসপাতাল থেকে একটি অস্থায়ী মৃত্যু শংসাপত্রও জারি করা হয়। তবে, আবেদনকারীকে উত্তরদাতা নম্বর ৩-এর কাছ থেকে একটি মৃত্যু শংসাপত্র নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, যিনি প্রথম উপস্থিত ডাক্তার। অভিযোগ করা হয় যে উত্তরদাতা নম্বর ৩ তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ না করে একটি মৃত্যু শংসাপত্র জারি করেছিলেন এবং রোগীর মৃত্যু সম্পর্কে ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য রেকর্ড করেছিলেন। আরও অভিযোগ করা হয় যে কোনও চিকিৎসা তদন্ত ছাড়াই ভুল ইনজেকশন নির্ধারণ করে উত্তরদাতা নম্বর ৩-এর অবহেলার কারণে মৃত্যু হয়েছিল।

৩. ডাক্তারের চিকিৎসায় অসন্তুষ্ট হয়ে আবেদনকারী ২০০১ সালের ৮ই নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিলের (ডব্লিউ. বি. এম. সি) কাছে ৩ নম্বর উত্তরদাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তের পর, ২০০৩ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি ডব্লিউ. বি. এম. সি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে ৩ নম্বর উত্তরদাতার বিরুদ্ধে চিকিৎসা অবহেলার অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং অভিযোগ খারিজ করে দেওয়া হয়। এরপরে, আবেদনকারী একটি রিট আবেদন দায়ের করেন যা মঞ্জুর করার নিষ্পত্তি করা হয়। আবেদনকারীকে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করার স্বাধীনতা।

অবশেষে, আপিল কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর অভিযোগের একটি স্বাধীন তদন্ত করার নির্দেশ দিয়ে ২০০৩ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের আদেশটি বাতিল করে বিষয়টি ডব্লিউ. বি. এম. সি-র কাছে ফেরত পাঠায়। আবেদনকারী রোগীর চিকিৎসার পাশাপাশি কোনও ময়নাতদন্ত পরীক্ষা না করে মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে ৩ নং উত্তরদাতার কথিত ব্যর্থতার প্রমাণ দেওয়ার জন্য চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদন সহ সমস্ত প্রমাণ জমা দেন। ৩১শে জুলাই ২০০৮-এর একটি আদেশে ডব্লিউ. বি. এম. সি উত্তরদাতা ৩ নম্বরকে তার বিরুদ্ধে সাজানো অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে।

৪. ৩১ শে জুলাই ২০১০ এর উক্ত আদেশটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কাছে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে খারিজ করা হয়েছিল যে ইনজেকশন জোফার রোগীর অবস্থার অবনতির জন্য দায়ী হতে পারে না বা উত্তরদাতা নং ৩-এর পক্ষ থেকে কোনও পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিল না।

৫. আবেদনকারীর দ্বারা অভিযোগ করা হয়েছে যে আবেদনকারীর জমা দেওয়া চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদন বিবেচনা না করেই উভয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা বিতর্কিত আদেশগুলি পাস করা হয়েছিল। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে উত্তরদাতা নং ৩ রোগীকে তার বয়স, চিকিৎসা ডোজ বা কোনও চিকিৎসা পরীক্ষা না করে বেপরোয়াভাবে এবং আকস্মিকভাবে চিকিৎসা করেছিলেন। ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল (পেশাদার আচরণ, শিষ্টাচার এবং নৈতিকতা) রেগুলেশন ২০০২ এবং ডাব্লুবিএমসির নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে ডাব্লুবিএমসি এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ বিতর্কিত আদেশ পাস করার আগে আবেদনকারীর দ্বারা নির্ভর করা চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতামত বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৬. উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, আবেদনকারী দ্বারা দায়ের করা অভিযোগ বেঙ্গল মেডিকেল অ্যাক্ট, ১৯১৪-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নন।

ঘটনাচক্রে, একটি রিট আবেদন  গ্রহণের সুযোগ সীমিত এবং সীমাবদ্ধ। আবেদনকারী কার্যধারার এই পর্যায়ে বিশেষজ্ঞের মতামতের উপর নির্ভর করতে চেয়েছেন যা ডাব্লুবিএমসির সামনে উপস্থাপন করা হয়নি।

৭. বিতর্কিত আদেশগুলি পড়ার পর, মনে হয় যে আপিল কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর করা সমস্ত জমা দেওয়া বিষয় বিবেচনা করেছে। আপিল কর্তৃপক্ষের সামনে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতামতও একই ধরনের রোগীদের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক চিকিৎসা সাহিত্যের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। ১২ ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখের বিতর্কিত আদেশটিও যুক্তিসঙ্গত এবং আবেদনকারীর উত্থাপিত সমস্ত অভিযোগ নিয়ে কাজ করে। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এটি বিশেষভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে যে উত্তরদাতা নং ৩ দ্বারা কোনও অবহেলা করা হয়নি এবং উত্তরদাতা নং ৩ দ্বারা নির্ধারিত ওষুধটি এই পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ ডাক্তারদের দ্বারা নির্ধারিত সাধারণ ওষুধ। প্রেসক্রিপশনে ডাক্তারের রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ না করার ব্যর্থতাও গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং রোগীর মৃত্যুর জন্যও দায়ী নয়।

৮. এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যার ফলে শেষ পর্যন্ত একটি নাবালক শিশুর মৃত্যু হয়। যে কোনও চিকিৎসা হস্তক্ষেপ একটি সহজাত ঝুঁকি বহন করে। চিকিৎসা অবহেলার কারণে মৃত্যু হয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য অবশ্যই পর্যাপ্ত প্রমাণ থাকতে হবে। একজন চিকিৎসা পেশাদারকে কেবল দুর্ভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের কারণে জিনিসগুলি ভুল হয়ে যাওয়ার কারণে দায়বদ্ধ করা যায় না। একজন চিকিৎসা পেশাদারকে দায়বদ্ধ করার জন্য এটি অবশ্যই দেখাতে হবে যে চিকিৎসা পেশাদার এমন কিছু করতে ব্যর্থ হয়েছে যা তথ্য এবং পরিস্থিতিতে কোনও সাধারণ দক্ষ চিকিৎসা পেশাদার করতে পারত না বা ব্যর্থ হতে পারত না। [দেখুনঃ জ্যাকব ম্যাথিউ বনাম পঞ্জাব রাজ্য এবং অন্য (২০০৫) ৬ এসসিসি ১, পঞ্জাব রাজ্য বনাম শিব রাম এবং অন্যান্য (২০০৫) ৭ এস. সি. সি ১, নিজাম ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস বনাম প্রশান্ত এস. ধনঙ্কা

(২০০৯) ৬ নং এস. সি. সি. ১ এবং কুসুম শর্মা ও অন্যান্য বনাম বাত্রা হাসপাতাল ও চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্র ও অন্যান্য। এ. আই. আর ২০১০ এস. সি. ১০৫০]।

৯. দেখা গেছে যে, বিবাদী কর্তৃপক্ষ বিতর্কিত আদেশগুলি পাস করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করেছে এবং আবেদনকারী কর্তৃপক্ষের সামনে যথাযথ পর্যায়ে ৩ নং বিবাদী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রণীত অভিযোগের বিষয়ে কখনও কোনও আপত্তি উত্থাপন করেননি।

১০. সাধারণত, সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আদালত সত্য অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষের মতো কাজ করে না। একটি লিখিত আদালত একটি বাস্তব তদন্তে যায় না এবং তারপর একটি প্রদত্ত মামলার(মাদুরন্তকম, সমবায়ের ব্যবস্থাপনা সুগার মিলস লিমিটেড বনাম এস. বিশ্বনাথন, (২০০৫) ৩ এস. সি. সি ১৯৩) এর তথ্য ও পরিস্থিতির সঠিকতা বা অন্যথায় বিচার করে না। কোনও বিতর্কিত আদেশ পাস করার ক্ষেত্রে কোনও অনিয়ম বা বিকৃতি বা আইন লঙ্ঘন নেই। এই পরিস্থিতিতে, বিতর্কিত আদেশগুলিতে কোনও হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দেওয়ার কোনও ভিত্তি নেই।

১১. উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে, ২০০৯ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৫৫৯০ খারিজ হয়ে যায়। তবে, খরচ হিসাবে কোনও অর্ডার থাকবে না।

**( বিচারক রবি কৃষ্ণ কাপুর)**


## DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

## দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/ Upama Ganguly**